গাংনীতে মাথাভাঙ্গা নদী কেড়ে নিল শিশুর প্রাণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর পানিতে ডুবে আব্রাহাম (২) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্রাহাম একই গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী আকাশ আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীর ধারে বাড়ি হওয়ায় সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলার সময় অসাবধানতাবশত শিশুটি নদীতে পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী তাকে নদীর পানিতে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধ ম্যাজিক জাল অপসারণ

দামুড়হুদা উপজেলায় মোবাইল কোটের মাধ্যমে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধ বাঁধ ও ম্যাজিক জাল অপসারণ করা হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ৩টি অবৈধ বাঁধ অপসারণ ও ১০টি চায়না দুয়ারি জাল, ২টি সুতি জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর রঘুনাথপুর সুবুলপুর

গোবিন্দপুর গলায়দড়ি, জিরাটসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ বাঁধ অপসারণ করে মাছ ধরার জাল জব্দ করা হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান। মোবাইল কোর্ট অভিযানে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, উপজেলা ভুমি অফিসের সহকারি আরিফ উদ্দীন,দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি টিম।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান অভিযান শেষে সাংবাদিকদের জানান, আপনারা জানেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী যার নাম মাথাভাঙ্গা। এই মাথাভাঙ্গা নদীতে কিছু অসাধু ব্যক্তি বাঁশের আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে রাখছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করা হয় সেখানে চায়না ম্যাজিক জাল ও বাঁধ অপসারণ করা হয়। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। পরবর্তীতে এই কর্মকান্ডের সাথে কেউ জড়িত থাকলে কঠোরভাবে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে।

রাস্তা না থাকায় নির্মাণের ৭ মাসেও চালু হয়নি সেতু

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া জেলার বেতবাড়িয়া-মধুখালী গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ কাজ শেষ হলেও ৭ মাসেও চালু হয়নি সেতুটি। রাস্তা না হওয়ার কারনে সেতুটি ব্যবহার করতে পারছেনা দুই জেলার কয়েক লাখ বাসিন্দা। ফলে চরম দূর্ভোগে পড়েছে এলাকাবাসি। জটিলতা কাটিয়ে দ্রত সময়ের মধ্যে চলাচলের উপযোগি করার দাবি স্থানীয়দের।

চলতি বছর প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গাংনী ও দৌলৎপুর উপজেলার বেতবাড়িয়া-মধুগাড়ী মাথাভাঙ্গা নদীর উপর গার্ডার সেতু নির্মান করে এলজিইডি। দৌলতপুর উপজেলার পাশে সংযোগ সড়ক তৈরি হয়েছে কিন্তুু জমি অধিগ্রহন জটিলতায় সেতু নির্মাণের ৭ মাসেও গাংনী অংশের সংযোগ সড়ক তৈরি করতে না পারায় সেতুটি ব্যবহার করতে

দর্শনা সীমান্তে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার, কোমরে মিললো ৬৮ টি স্বর্ণের বার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাস্তিপুর সীমান্তে মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রায় ১০ কেজি ওজনের ৬৮ টি স্বর্ণের ভারে ডুবে যায় মিরাজ মন্ডল (১৯) নামের এক যুবক। তিনি উপজেলার নাস্তিপুর গ্রামের ভাট পাড়ার ইয়াসিন মন্ডলের ছেলে।

জানাগেছে গতকাল রোববার বেলা ১২ টার দিকে নাস্তিপুর সীমান্তের মাথাভাঙ্গা নদীর ৮০/১ নং পিলারে নিকট ২ জন স্বর্ণ চোরাকারবারী মাথাভাঙ্গা নদী পার হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রাক্কালে আনুমানিক ২৫ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় এক চোরাকারবারী পালিয়ে গিয়ে গ্রামবাসির খবর দেয়। খবর পেয়ে বিজিবি,পুলিশ,ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন এসে মৃত্য দেহটি উদ্ধার করে।

বিকাল ৪ টার দিকে স্থানীয় ও বিজিবি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস মাথাভাঙ্গা নদীতে অভিযান চালিয়ে তার মৃত লাশ উদ্ধার করে। তার শরীলে বাধা কাপড়ের ৪ টি পুটলাই ছোট-বড় ৬৮ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করে বিজিবি। যার ওজন ১০ কেজি ২ শ ৬৩ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০ কোটি ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। পুলিশ রাতে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে।

স্থানীয় ও বিজিবি সূত্র জানায়, গতকাল রোববার দুপুরে দামুড়হুদা সীমান্তের নাস্তিপুর গ্রামের মিরাজ মন্ডল তার শরীরে কোমরে বেঁধে মাথাভাঙ্গা নদীতে কলার ভেলা বানিয়ে পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে যায়। এ সময় মাথাভাঙ্গা নদীর মাঝখানে পৌঁছালে তার কাছ থেকে নদীর স্রোতে কলার ভেলা ভেসে যায়। এতে করে তার কাছে থাকা ৬৮টি

স্বর্নের বার প্রায় ১০ কেজি ২শ ৬৩ গ্রাম স্বর্ণের ভারে পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়। এ ঘটনার ৪ ঘন্টা পর তার লাশ উদ্ধার করে বিজিবি।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গতকাল রোববার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি সীমান্ত দিয়ে ভারতে স্বর্ণের একটি বড় চালাল পাচার হবে। খবর পেয়ে মিরাজ তার শরীরে কাপড়ের টুপলা করে মাজায় বেঁধে স্বর্ণের বার নিয়ে মাথাভাঙ্গা নদী পার হচ্ছে নদীর স্রোতে কলার ভেলা তার কাছ থেকে ছুটে গিয়ে পানিতে ডুবে সে নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় পুলিশ ফায়ার সার্ভিস কে খবর দেয়। বিকাল ৪ টার দিকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে বাধা কাপড়ের একটি টুপলা উদ্ধার করা হয়। যার মধ্য থেকে প্রায় ছোট বড় ৬৮ টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার ওজন ১০ কেজি ২শ ৬৩ গ্রাম(৮৭৯.৮৮ ভরি)।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মামলার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে ভাসমান অবস্থায় প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা থানাধীন দশমীপাড়ার সরকারি পাইলট হাইস্কুলের পিছনে মাথাভাঙ্গা নদীতে ভাসমান অবস্থায় এজিনা আক্তার এজি (৪০) নামে এক জনের লাশ উদ্ধার করেছে মডেল থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে। নিহত এজিনা আক্তার এজি চুয়াডাঙ্গা হাটকালুগঞ্জ গ্রামের রুস্তম মল্লিকের মেয়ে।

থানা সূত্রে জানা গেছে গত ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে নিহত এজিনা আক্তার এজি জন্মগত ভাবে প্রতিবন্ধী পরিবারের কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফিরে না যাওয়ায়

পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে থাকে।পরের দিন শুক্রবার সকালে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুলের পিছনে মাথাভাঙ্গা নদীতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের পেছনে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে একজনের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। থানায় একটি অপমৃত্য মামলা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে বৃদ্ধা নিখোঁজ

দামুড়হুদা মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে নেমে এক বৃদ্ধা নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর থেকে দর্শনা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

স্থানীয়রা ও পরিবারের স্বজনরা জানান আজ শনিবার দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটের দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রঘুনাথপুর মালিতা পাড়ার জুবান মন্ডলের স্ত্রী জায়েদা খাতুন (৬৫) প্রতিদিনের ন্যায় বাড়ির পাশেই মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে যায়। নদীতে নেমে ডুবদিয়ে গোসল করার সময় নিখোঁজ হন জায়েদা।

তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।

এবিষয়ে দর্শনা ফারার সার্ভিসের ফায়ার ফাইটার জিয়াউর রহমান বলেন, আমরা খবর শোনার পরপরই আমাদের একটি দলসহ স্থানীয় লোকজন প্রায় তিন ঘন্টা চেষ্টা করেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আমরা খুলনা থেকে ভুবুরি আসার জন্য বলেছি, ইতিমধ্যেই তারা রওনা হয়েছে। ডুবুরির দল এসে কাজ শুরু করলে অবশ্যই আমরা লাশ উদ্ধার

করতে সক্ষম হবো। শেষ খবর সাড়ে ৩ ঘন্টায়ও মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয়রা উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদীতে বালি উত্তোলন ঝুঁকিতে সেতু ও কমিউনিটি ক্লিনিক

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় আবাসন প্রকল্পে উন্নয়নের নামে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বাণিজ্যিক ভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে বালি ।

এসব বালি নামমাত্র আবাসনে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করবে বলে দাবি করেছে স্থানীয়রা। নদীর ২০ফিট গভীর থেকে ড্রেজিং করায় নদীর পাড় ভাঙার শঙ্কা করছে এলাকাবাসী। সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকের সন্নিকটে এমন বালি উত্তোলনের কর্মযোগ্য চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, যার ঘর ও জমি নেই এমন দুস্ত পরিবারকে জমিসহ ঘর উপহার দিচ্ছে সরকার। এমন তালিকায় উপজেলার হাটবোয়ালিয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়েই গড়ে তোলা হচ্ছে সারিবদ্ধ ১২ টি পাঁকা স্থাপনা। দ্রুত প্রধানমন্ত্রী দুস্ত পরিবারকে ঘর উপহার দিবে।

ঘর নির্মাণ আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সরাসরি দেখভাল করছে। এসব ঘরে ২ টি রুম ও একটি ডাইনিং রয়েছে। প্রতিটি ঘরের জন্য ৫ স্ট্রেয়ারিং করে বালির প্রয়োজন হবে। যা ১২ টি ঘরে ৬০ ট্রেয়ারিং বালি প্রয়োজন।

এসুযোগে স্থানীয় মেম্বারসহ কয়েকজন বালি উত্তোলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা নিতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে মাথাভাঙ্গা নদীতে ভেড়ানো হয়েছে বালি উত্তোলনের জন্য ড্রেজিং মেশিন।

বালি মাটি আইনের ধারা ৪-এর (খ) অনুযায়ী, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি

স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।

তবে, ২শ’ মিটারের মধ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে ব্রিজ। ২০ মিটারের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ১শ’ মিটারের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এছাড়াও বালি উত্তোলনের জায়গা থেকে প্রায় দেড়শ মিটারের মধ্যে সরকারি আবাসনের ১২ টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সাহিনুর রহমান জানান, সরকারি ঘরে বালির প্রয়োজন স্বার্থে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ড্রেজিং করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিতে এ ড্রেজিং কাজ চালানো হচ্ছে।

এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর জানান, বালি উত্তোলনের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে, ঘরের জন্য কিছু বালি লাগবে। বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

মাথাভাঙ্গা নদীতে নিখোঁজ হওয়া রানার সন্ধান এখনও মেলেনি

নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া রানা (১৬)কে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। রানা কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের সরিষাডুলি গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে।

সরিষাডুলি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক হাফিজুর রহমান (লালু ডাক্তার) জানান, গতকাল রোববার (১৯/০৯/২০২১) দুপুরে রানা ও জিহাদ দুই বন্ধু গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান মাথাভাঙ্গা নদীতে গোসল করতে যায়। গোসলের একপর্যায়ে রানা নদীর স্রোতে হঠাৎ তলিয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয় লোকজন ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দি ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা এবং খুলনা থেকে একটি চৌকস ডুবুরি টিম এসে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেন।

রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েও সন্ধান পাইনি নিখোঁজ রানার। ফলে সোমবার সকাল থেকে দ্বিতীয় দিনের মতো তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। বিরতিহীন ভাবে বিকেল পর্যন্ত চলে তল্লাশি অভিযান। বিকেল পর্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হয়। পাওয়া যায়নি নিখোঁজ হওয়া রানার সন্ধান।

খুলনা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের টিম লিডার শফিকুল ইসলাম জানান, নদীতে স্রোত বইছে। ফলে দুদিন ধরে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো জানান, নিখোঁজ রানার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা নদীর উপরে টহল অব্যাহত রাখবেন।